অদ্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত শুনানী ও অপরাপর বিবাদীর নামীয় সমন ও এডি ফেরত এর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ হাজির। নথি দরখাস্ত শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবন করলাম। বাদী/ দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত গত ২০/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী প্রতিপক্ষ কতৃর্ক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তফসিল বর্ণিত ৭১ শতক সম্পত্তি হতে **প্রতিপক্ষগণ যাতে তাদের কে বেদখল করিতে বা শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি করতে এবং বিরোধীয় ভুমির কোন রুপ পরিবর্তন বা অন্যত্র হস্তান্তর করিতে না পারে,** তজ্জন্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া অত্যবশ্যক বলে আমি মনে করি। প্রথমত অত্র মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী পক্ষের Prima facie কেস আছে কি না , দ্বিতীয়ত তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য বাদীর অনুকুলে আছে কি না এবং তৃতীয়ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীর অপূরনীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না ?

দরখাস্তকারীপক্ষের মূল বক্তব্য এই, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন প্রেমলাল বড়য়া ও ললিত কুমার বড়ুয়া। ললিত কুমার বড়ুয়ার লোকান্তরে ০৩ পুত্র ১/২ নং বাদী ও বিষু কেতু বড়ুয়া ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে এবং তাদের নামে বি এস রেকর্ড হয়। আর এস রেকর্ডীয় অপর মালিক প্রেমলাল মৃত্যু বরণ করলে একপুত্র চন্দ্র কেতু ওয়ারীশ থাকে। উক্ত চন্দ্র কেতু তার স্বত্বাংশীয় সম্পত্তি কাকাতো ভাই ১/২ নং বাদী ও বিষু কেতু বরাবর অর্পণ করে ভারত চলে যায়। যার ফলে বি এস রেকর্ডে তার অংশ অর্পিত হিসাবে রেকর্ড হয়। বিষু কেতু বড়ুয়ার মৃত্যুতে পুত্র কাঞ্চন বড়ুয়া তার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। কাঞ্চন বড়ুয়া ১৩ শ. ভুমি দুইটি দলিলে ৩/৪ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। বাকি সম্পত্তি ১/২ নং বাদী বরাবর অর্পন করে অন্যত্র গমন করেন। চন্দ্র কেতুর আট আনা সম্পত্তি অর্থাত ৩৫.৫০ শতক ভুমি পরবর্তীতে গেজেট বাতিলক্রমে অবমুক্তি হলে ১/২ নং বাদী তাদের নামে নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। বিবাদীগনের আপত্তির কারনে উক্ত নামজারি বাতিল হলেও উহার বিরুদ্বে বাদীপক্ষ আপীল দায়ের করেছেন। বিরোধীয় ভুমিতে বাদীগণ মৌরশী ও খরিদ সূত্রে অদ্যবধি ভোগদখলে আছেন। বিবাদীগণ কখনো নালিশী ভুমি দাবি করেননি। সম্পত্তি তারা বে-আইনীভাবে একটি নামজারি খতিয়ান সৃজন করে দরখাস্তকারী পক্ষকে নালিশী ভুমি হতে বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করে। উক্ত প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক ১-৩ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দাবি করেন যে, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক প্রেম কুমার ও ললিত কুমার। প্রেম কুমার মারা গেলে তৎস্বত্ব স্ত্রী মনোরোমা বড়ুয়ার পুত্র চন্দ্র কুমার বড়ুয়া ও কন্যা চারু বালা প্রাপ্ত হয়। মনোরোমা বড়ুয়ার লোকান্তরে পুত্র ও কন্যা ওয়ারীশ হয়। পরবর্তীতে চন্দ্র কুমার বড়ুয়া অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে একমাত্র বোন চারুবালা ওয়ারীশ হয়। চারুবালা নালিশী দাগাদির ভূমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মারা গেলে তৎপুত্র জৌতি প্রকাশ বড়ুয়া, কল্যান বড়ুয়া ও মিত্র বড়ুয়া ওয়ারীশ হয়। জ্যেতি প্রকাশ এর মৃত্যুতে তাহার অংশে তাহার পুত্র ১-৩ নং বিবাদীগণ প্রাপ্ত হন। নালিশী ভূমিতে বিবাদীগণ বৃক্ষাদি রোপনে সকলের জ্ঞাতসারে ভোগদখলে আছেন। তাদের নামে নামজরি খতিয়ান সৃজিত হয় এবং তারা সরকার কে নিয়মিত খাজনা দিয়ে আসছেন। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার  দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্বীকৃতমতে নালিশী তফসিল বর্নিত সম্পত্তির আর এস রেকডীয় মূল মালিক ছিলেন দুই ভ্রাতা ললিত কুমার ও প্রেম কুমার। নালিশী খতিয়ানে প্রত্যেকে ।।. আনা অংশে মালিক ছিলেন। ললিত কুমার এর ।।. (আট) আনা অংশে বিবাদীপক্ষের কোন দাবি আছে মর্মে দৃষ্ট হয়নি। ললিত কুমার এর মৃত্যুতে তার সম্পত্তি ০৩ পুত্র ১/২ নং বাদী ও বিষু কেতু প্রাপ্ত হয় এবং তাদের নামে বি এস ২৭৩৪ নং খতিয়ানে শুদ্ধভাবে প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে বিষু কেতু এক পুত্র কাঞ্চন কেতু কে ওয়ারীশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। কাঞ্চন কেতু তার স্বত্বাংশীয় ভূমি হতে ১৩ শতক সম্পত্তি ৩/৪ নং বাদীর নিকট হস্তান্তর করেন। বর্তমানে ৩ নং বাদী ৭০০১ নং নামজারি খতিয়ান সৃজনে ভোগদখলে আছেন।

আর এস রেকডীয় অপর মালিক প্রেমলাল মারা গেলে তার ।।. (আট) আনা অংশে অর্থাত ৩৫.৫০ শতক সম্পত্তিতে এক পুত্র চন্দ্র কেতু ওয়ারীশ হয়। চন্দ্র কেতু ভারতবাসী হওয়ায় বি এস জরিপে তার সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে খ তফসিল শ্রেনীভুক্ত হয়। পররবর্তীতে গেজেট বাতিল হওয়ায় উহা চন্দ্র কেতুর ওয়ারীশ হিসাবে ১/২ নং বাদী ও কাঞ্চন বড়ুয়া মালিক দাবি পূর্বক নিজেদের নামে নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। দাখিলী ৬৭৭৭ নং নামজারি খতিয়ানের ফটোকপি দৃষ্টা উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

বিবাদীপক্ষের দাবি হলো, আর এস রেকর্ডীয় প্রেম কুমার নালিশী দাগে ।।. আনা অংশে মালিক দখলকার থাকাবস্থায় মারা গেলে তৎস্বত্বে তার স্ত্রী মনোরোমা বড়ুয়ার পুত্র চন্দ্র কুমার বড়ুয়া এবং কন্যা চারু বালা ওয়ারীশ হয়। উক্ত চন্দ্র কুমার অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে একমাত্র ভগ্নি হিসাবে চারু বালা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে।  উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে উক্ত চারু বালা ১-৩ নং বিবাদীর

পিতামহী হন। তবে বাদীপক্ষের দাবি হলো চারু বালা ১/২ নং বাদীর সৎবোন হয়। তাদের পিতার ১ম স্ত্রী অতিমায়া বড়ুয়ার গর্ভজাত কন্যা চারু বালা। ললিত কুমার এর ১ম স্ত্রী প্রয়ানে ২য় স্ত্রী অনন্ত বালা কে বিবাহ করেন। অনন্ত বালার গর্ভে ১/২ নং বাদী ও বিষু কেতুর জন্ম হয়। বিবাদীপক্ষ আর এস রেকর্ডীর্য় প্রেম লাল এর কন্যা চারু বালার ওয়ারীশ হিসাবে নালিশী সম্পত্তি দাবি করিলেও কোন ওয়ারীশান সনদ দাখিল করেননি বা বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রাথমিক সাক্ষ্য-প্রমান উপস্থাপন করেননি। বি এস রেকর্ড যেহেতু চন্দ্র কেতুর নামে লিপিবদ্ধ আছে সে হিসাবে বাদীপক্ষের দাবির আপাত সত্যতা আছে বলে আমি মনে করি। বিবাদীপক্ষ নালিশী ভুমি তাদের পিতামহী চারুবালার আমল থেকে বৃক্ষাদি রোপনে ও খেত কৃষি করে এবং খাজনাদি প্রদানে ভোদ দখলের দাবি করলেও তৎপ্রমানে এক টুকরো দালিলিক প্রমানও দাখিল করতে পারেননি। পক্ষান্তরে বাদীপক্ষ তাদের দখল সমর্থনে নামজারি খতিয়ান সহ খাজনা রশিদ দাখিল করেছেন।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ অত্র মামলায় Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে মর্মে বিবেচনা করি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদীপক্ষের অনুকুলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা মঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারী পক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ২০/০৬/২০২১ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায়  মঞ্জুর করা হলো।

এতদ্বারা ১-৩ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ কে নালিশী ভুমি সংক্রান্তে অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা অত্র আদালত কর্তৃক পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত (যাহা পূর্বে হয়) অন্তবর্তীকালীন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বারিত করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সহকারী জজ আদালত, বোয়ালখালী
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সহকারী জজ আদালত, বোয়ালখালী
পটিয়া, চট্টগ্রাম